২.
৩১/৩/২৪
CTC

DPD-SA
DPD-PP
DPD-HB
DPD-MR
DPD-SH

৩১/০৩/২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেইট, ঢাকা-১২১৫।
www.dls.gov.bd

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ৩৩.০১.০০০০.৭০০.১৪.০১৫.১৮.১৩২

বিষয়: প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)-এর আওতায় গরুর জন্য নির্মিতব্য Climate Resilient Roofed House for Cattle (CRRH) বাস্তবায়ন গাইডলাইন (সংশোধিত) অনুমোদন।

সূত্র: প্রকল্প পরিচালকের পত্র নং- ৩৩.০১.০০০০.৮২৮.০৭.৬৩২.২৪.৭৯০, তারিখ- ২৫/০২/২০২৪খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী গরুর জন্য নির্মিতব্য "Climate Resilient Roofed House for Cattle (CRRH) বাস্তবায়ন গাইডলাইন (সংশোধিত) অনুমোদন করা হলো।এ বিষয়ে অনুমোদিত ডিপিপি এবং প্রচলিত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

সংযুক্তিঃ
১। অনুমোদিত গাইডলাইন (সংশোধিত)-০১কপি (৯ পাতা)।

২৮-০৩-২০২৪
ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

প্রকল্প পরিচালক, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প(১ম সংশোধিত), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাক।

৩১/০৩/২৪

“জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী খামার” স্থাপনে খামারি/কৃষক নির্বাচনের গাইডলাইন

“Climate Resilient Galvanized CI Sheet Roofed House (Small for 5 Cows and Medium for 10 Cows)”

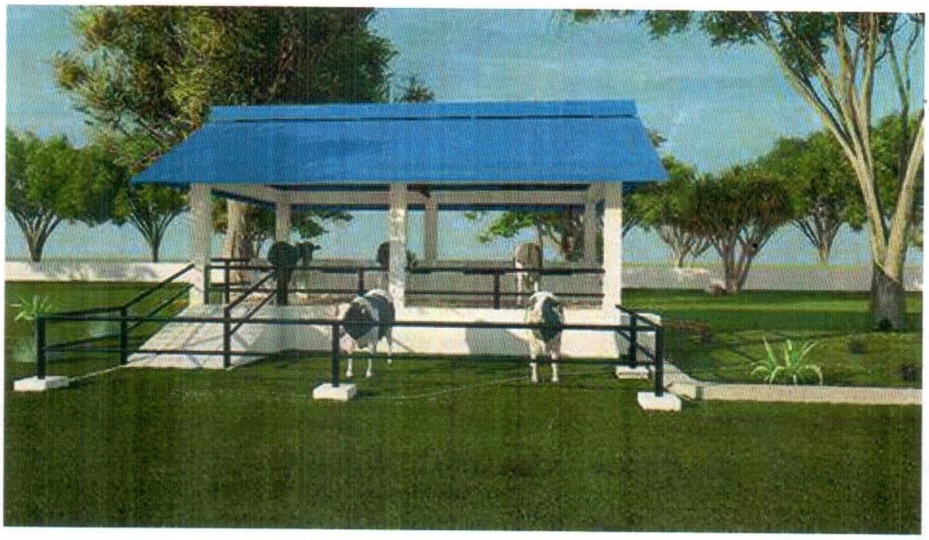

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রনিসম্পদ মন্ত্রণালয়
www.lddp.portal.gov.bd

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাণিসম্পদঃ

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং অভিঘাতগ্রস্থ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দুর্বলতা এবং ঝুঁকি মূল্যায়নে (জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশগত ঝুঁকির মানচিত্র) জার্মান ওয়াচের বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক এবং নটরডেম গ্লোবাল অ্যাডাপ্টেশন ইনিশিয়েটিভের সূচক অনুসারে বাংলাদেশ একটি অন্যতম জলবায়ু ঝুকিপূর্ণ দেশ হিসাবে স্বীকৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং অভিঘাতগুলোর মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণে/ধরণে পরিবর্তন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের তীব্রতা ও পৌনপণিকতা বৃদ্ধি। উষ্ণতা বৃদ্ধিতে পানি ও খাদ্যের প্রাপ্যতা হ্রাস প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব এবং অভিঘাত ফেলতে পারে (বাক্স ১ দ্রষ্টব্য)। প্রতিবেশের পরিবর্তন, প্রাপ্যতার পরিবর্তন, উৎপাদন খরচ, খাদ্য ও পশুখাদ্য, ফসলের গুণগতমান এবং ধরন, পশুর রোগের সম্ভাব্য বৃদ্ধি, খামার পরিচালনায় প্রয়োজনীয় উপকরনের দাম এবং সম্পদের জন্য বর্ধিত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরোক্ষ প্রভাবগুলি এবং অভিঘাত অনুভূত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন গবাদিপশুর রোগের ক্রমবর্ধমান উত্থানের দিকে নিয়ে যেতে পারে, কারণ উচ্চ তাপমাত্রা এবং পরিবর্তিত বৃষ্টির ধরণ প্রাণির রোগজীবাণুর প্রাচুর্য, বিতরণ এবং সংক্রমণ হার পরিবর্তন করতে পারে। শুষ্ক এবং আধা-শুষ্ক চারণ ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুতর প্রভাবগুলি এবং অভিঘাতগুলো প্রত্যাশিত, যেখানে উচ্চ তাপমাত্রা এবং কম বৃষ্টিপাতের ফলে খামারের খাদ্যশষ্যের ফলন হ্রাস যা প্রাণিসম্পদ লালন-পালন অভিঘাত বৃদ্ধির আশংকা রয়েছে।

জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদঃ

জলবায়ু পরিবর্তন ('প্রশমন') প্রতিরোধের কৌশলগুলির দিকে নজর দেয়া, পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন ব্যাবস্থা বা জীবিকার উপায়গুলোকে খাপখাওয়ানো ('অভিযোজন') যা ইতিমধ্যেই আমাদের খামারিগণ তাঁদের বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতা দিয়ে করে যাচ্ছে। আন্ত-সরকারি প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি, ২০০১) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনকে "প্রকৃত বা প্রত্যাশিত জলবায়ু পরিবর্তন বা এর প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় প্রাকৃতিক বা মানুষের ব্যবস্থাপনায় খাপখাওয়ানো, যা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত বা ক্ষতি নূন্যতম রাখে বা উপকারী সুযোগকে কাজে লাগায়"।

আইপিসিসি দ্বারা সংজ্ঞায়িত জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন হল "গ্রিণহাউজ গ্যাসের উৎস কমাতে বা নিঃসরন কমাতে মানুষের নেয়া পদক্ষেপ সমূহ"। যদিও “অভিযোজন” এবং “প্রশমনের” মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে, উভয়ই পরস্পর সংযুক্ত বা সম্পর্কযুক্ত এবং উভয়ই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্দেশিকাটির পরিপ্রেক্ষিতে, দুটি উপায়কে পৃথক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যবহার না করে বরং দুটি উপায়ের সংযোগগুলোকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে পরিপূরকতাকে সমন্বয় করে ব্যবহার করে। বাংলাদেশের খামারীবৃন্দের প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে পরিবেশ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যাগুলো মোকাবেলায় জন্য খুব কম অভিযোজন ক্ষমতা বা প্রস্তুতি রয়েছে। অবকাঠামোর অভাব এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারীবৃন্দের কম অভিযোজন ক্ষমতা বা প্রস্তুতি এর অন্যতম কারন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি প্রতি বছর মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ০.৫ থেকে ১ শতাংশ হ্রাস করে। বাংলাদেশে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, উচ্চতর বৃষ্টিপাতের বৈচিত্রতা এবং চরম আবহাওয়া জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং তীব্রতা বৃদ্ধি অন্যতম। এই পরিস্থিতি আগামী বছরগুলিতে আরও খারাপ হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে প্রাণিসম্পদ খামারি বিশেষ করে ক্ষুদ্র খামারিরা মারাত্বক ঝুঁকির মুখে থাকেন এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশের খামারিরা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরুপ অভিঘাতের ফলে মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসে ও অভিঘাত ন্যূনতম পর্যায়ে আনা এলডিডিপি'র একটা অন্যতম লক্ষ্য। এলডিডিপি ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারির জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু ঘর/শেড নির্মান এবং প্রদর্শনের সংস্থান রেখেছে।

উদ্দেশ্যঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামারি পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাস ও অভিঘাত ন্যূনতম পর্যায়ে রাখার জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু গরুর ঘর/সেড প্রদর্শন।

জলবায়ু সহিষ্ণু গরুর ঘর/ শেডের বৈশিষ্ট্যঃ

১. প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

২. ঘরের চালা/ছাদ জলবায়ু সহিষ্ণু করার লক্ষ্যে উপরিভাগে Galvanized CI sheet এবং অব্যাহতি নীচে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য সিলিং ব্যবস্থা থাকবে।

৩. ঘরের চতুর্দিকে আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে।

৪. ঘরের স্থানটি স্বাভাবিক বন্যা, বৃষ্টিরি জলাবদ্ধতা, জোয়ার, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস ইত্যাদি হতে রক্ষার জন্য ভূমি সমতল হতে কমপক্ষে ২ ফিট উচু হতে হবে।

৫. ঘর তৈরীর উপকরণসমূহ উচ্চ মাত্রার ঝড় ও তাপ প্রতিরোধী হতে হবে

৬. ঘরের চারপাশে প্রয়োজনীয় ড্রেইনেজ সিস্টেম থাকতে হবে।

৭. খবার এবং পানির জন্য আলাদা আলাদা ফুটলেভেল ফিডিংয়ের ব্যাবস্থা থাকবে

৮. পশুর হাটাচলার জন্য ঘরের সাথে ৩০০/৪০০ ঘনফুট খোলা জায়গা থাকতে হবে

শেডের ধরনঃ দো-চালা বিশিষ্ট, পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে স্থাপিত হবে।

- **ঘরের মেঝেঃ** কংক্রিট ঢালাই ও অমসৃন হবে যাতে পিছলে না পড়ে এবং একদিকে প্রয়োজনমত ঢালু থাকবে।
- **ঘরের জানালাঃ** জানালা খোলা থাকবে এবং মেঝে থেকে চোরপাশের দেয়াল ২ ফিট উচু থাকবে এবং দেয়ালের উপর নেটের বেড়া থাকবে।
- **ঘরের সাইজঃ** ৫টি গরুর জন্য ২৪.৮ বর্গ মিটার এবং ১০টি গরুর জন্য ৪৪.১৫ বর্গ মিটার হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত উষ্ণায়নে সৃষ্ট উচ্চ তাপমাত্রা প্রাণিদের স্বাভাবিক আচরণ, রোগ প্রতিরোধক এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যের উপর প্রভাব ফেলার কারনে গবাদিপশুর খাওয়ানোর ধরণ পরিবর্তনের পাশাপাশি বিপাকীয় এবং পাচক কার্যক্রম মরাত্বক প্রভাব পড়ে।

গবাদিপশু সাধারণতঃ শরীরের তাপমাত্রা দিনের মধ্যে মোটামুটি সংকীর্ণ পরিসরে (০.৫ সেন্টি.) বজায় রাখে। মানসিক চাপের প্রতিক্রিয়া বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হতে পারে যেমন- প্রজাতি, জাত, পূর্ববর্তী এক্সপোজার, স্বাস্থ্যের অবস্থা, কর্মক্ষমতার স্তর, শরীরের অবস্থা, মানসিক অবস্থা এবং বয়স। সেলুলার এবং আণবিক স্ট্রেস প্রতিক্রিয়া সক্রিয় হওয়ার আগে মানসিক চাপের প্রতি প্রাণির কর্মক্ষমতা হ্রাস করে (বৃদ্ধি বা প্রজনন), এমনকি চরম পরিস্থিতিতে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে, উচ্চতাপমাত্রার চাপ কৃষকদের দ্বারা স্বীকৃত হয়না কিংবা খামারিরাও এ সম্পর্কে সচেতন হয় না।

জলবায়ু সহিষ্ণু ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের গরুর ঘর নির্মাণ সংস্থানঃ

প্রকল্প মেয়াদকালে প্রকল্পভুক্ত ৬১টি জেলার ৪৬৬টি উপজেলায় (৩টি পার্বত্য জেলাধীন উপজেলাসমূহ ব্যতীত) প্রতি উপজেলায় একটি করে মোট ৪৬৬টি Climate Resilient Galvanized Roofed House নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পভুক্ত ৪৬৬টি উপজেলায় Roofed House নির্মান বিভাজনঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	উপজেলার সংখ্যা	মন্তব্য
০১	রংপুর	৫৮টি	
০২	রাজশাহী	৬৭টি	কাজ চলমানঃ ১৮টি
০৩	ঢাকা	৮৮টি	কাজ চলমানঃ ২১ টি
০৪	ময়মনসিংহ	৩৫টি	কাজ চলমানঃ ১৮টি
০৫	সিলেট	৪০টি	কাজ চলমানঃ ১৮টি
০৬	চট্টগ্রাম	৮৮টি	কাজ চলমানঃ ১৮টি
০৭	খুলনা	৫৯টি	কাজ চলমানঃ ১৮টি
০৮	বরিশাল	৪২টি	
	মোট	৪৬৬টি	

বিগত অর্থ বছরে মূল ডিপিপি অনুসারে ১৫০ টি জলবায়ুসহিষ্ণু কাউ শেড নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পভুক্ত ৮ বিভাগের ৪৬৬ টি উপজেলার ১৫০ টি উপজেলা নির্বাচনে ”বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কর্তৃক প্রণীত (Bureau of Research, Testing and Consultation, BRTC) ৪৮৭ উপজেলার জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি মানচিত্র (Risk Mapping for Cimate Vulnerability of 487 upazilas in Bangladesh, DAE, Package No. DAE/SD-02; Year 2020) এর বিভাগওয়ারী উপজেলা সমূহের জলবায়ু বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি Cimate Vulnerability Ranking গাইডলাইন অনুসরণ করা হয়। (ঢাকা-২১ টি, খুলনা-২১ টি, রাজশাহী-১৮ টিম, চট্টগ্রাম-১৮ টি, রংপুর-১৮ টি, সিলেট-১৮ টি, ময়মনসিংহ-১৮ টি ও বরিশাল-১৮ টি মোট ১৫০ টি এর মধ্যে খুলনা বিভাগে (২১ টি) ও বরিশাল বিভাগের (১৮ টি) টির টেন্ডার বতিল হওয়ায় সহ মোট ৩৯ টি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট শেড নির্মাণ সম্ভব হয় না হওয়া ১৫০-৩৯= ১১১ টি শেড নির্মাণ করা সম্ভব হয়)। সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে অবশিষ্ট (৪৬৬-১১১) = ৩৫৫ টি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট শেড এর নির্মাণ কাজ চলতি বছরে গ্রহণ করা হয়।

জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী শেড স্থাপনের জন্য খামারী বাছাইয়ে অনুসরনীয় মানদন্ড/শর্ত/বৈশিষ্ট্যঃ

আবশ্যকীয় মানদন্ড/শর্তসমূহঃ

১. খামারি সংশ্লিষ্ট উপজেলার স্থায়ী নাগরিক হতে হবে (প্রকল্পের প্রডিউসার গ্রুপ বহির্ভূত);
২. খামারির অবশ্যই বিশুদ্ধ/সংকর জাতের ৫টি বা ১০টি গাভী কিংবা প্রাপ্ত বয়স্ক বকনা থাকতে হবে;
৩. খামারটি অবশ্যই প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ রেজিষ্ট্রিকৃত হতে হবে;
৪. ৫টি বা ১০টি গাভীর জলবায়ু সহিষ্ণু শেড নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত উপযুক্ত জায়গা (কমপক্ষে ৫ শতাংশ) থাকতে হবে;
৫. খামারির পর্যাপ্ত পরিমানে ঘাসের প্লট বা ঘাসচাষ উপযোগী জায়গা থাকতে হবে;
৬. খামারিকে নিজ খরচে নির্মিত জলবায়ু সহিষ্ণু গরুর ঘরের জন্য ডিজাইনে বর্ণিত সোলার প্যানেল স্থাপন করতে হবে এবং সে মর্মে একটি লিখিত অঙ্গীকারনামা উপজেলা খামারি নির্বাচন কমিটি কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হতে হবে;
৭. গাভী ও বাছুর লালন-পালন ও পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খামারীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;
৮. দৈততা পরিহার করতে হবে অর্থাৎ একই ব্যাক্তি একই সাথে একাধিক সুবিধা পাবে না;
৯. খামারি নির্বাচনে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক রাখতে হবে;
১০. স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব গোবর/ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে

সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

১. প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত জলবায়ু সহিষ্ণু (স্মার্ট) ঘর সংরক্ষণের উদ্যোগি হতে হবে;
২. খামারিকে প্রকল্প থেকে প্রদত্ত জলবায়ু সহিষ্ণু (স্মার্ট) ঘর অন্যকে প্রদর্শনের আগ্রহ থাকতে হবে;
৩. খামারিকে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাগুণ সম্পন্ন হতে হবে এবং অন্যদেরকেও এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে;
৪. খামারির জনসংযোগ করার মত দক্ষতা থাকতে হবে যাতে অন্য খামারি জ্ঞানার্জন করতে পারে;
৫. দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত প্রোডাক্ট উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা অগ্রাধিকার পাবে;
৬. যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে।

উপজেলা ভিত্তিক খামারী বাছাই প্রক্রিয়াঃ

নিম্নরূপে গঠিত কমিটির সুপারিশের আলোকে প্রতিটি উপজেলা হতে এক জন মুখ্য ও একজন গৌণ খামারি তালিকা জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করবেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলার সকল উপজেলাভিত্তিক খামারির চূড়ান্ত তালিকা প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করবেন।

খামারী বাছাইয়ে উপজেলা কমিটির গঠন-

১. উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা--------------------------------------সভাপতি
২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা--------------------------- সদস্য
৩. উপসহকারী প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (জেষ্ঠ্যতম) ------------------------সদস্য
৪. সভাপতি/সম্পাদক, ডেইরী ফার্মার্স এসোসিয়েশন (সংশ্লিষ্ট উপজেলা) ----সদস্য
৫. ভেটেরিনারি সার্জন---সদস্য-সচিব

খামারী নির্বাচন ফরম

মুখ্য/গৌণ (টিক চিহ্ন দিন)

১। খামারের নাম (যদি থাক্লে):

২। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বরঃ

৩। খামারীর নামঃ

৪। খামারীর জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বরঃ

৪। খামারীর পিতার নামঃ

৫। খামারির ঠিকানাঃ

(ক) স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ......................ইউনিয়নঃ.....................ডাকঘরঃ...................

উপজেলাঃ....................................জেলাঃ...

(খ) বর্তমান ঠিকানাঃ গ্রামঃ......................ইউনিয়নঃ.....................ডাকঘরঃ................

উপজেলাঃ............................জেলাঃ...........................

৬। খামারে গবাদি পশুর তথ্যঃ

গাভীর সংখ্যাঃ................জাতঃ....................বাছুর সংখ্যাঃ...........ষাঁড়/বলদের সংখ্যাঃ...........

৭। খামারে বর্তমান দুধ উৎপাদনের তথ্যঃ

৮। বর্তমান ঘাস চাষের জমির পরিমানঃ

৯। উপকারভোগী খামারির প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য (যদি থাকে):

১০। প্রকল্পের পিজি সদস্য বহির্ভূত কি নাঃহ্যাঁ/না (টিক চিহ্ন)

১১। উপকারভোগী খামারী বাছাইয়ের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নং ৯ অনুসারে প্রকল্পের নির্ধারিত সহায়তার বাহিরে আতিরিক্ত বিনিয়োগের করতে আগ্রহী হতে হবে যা ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ থাকবে।

১২। সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যদের সুপারিশসহ স্বাক্ষর ও সীলঃ

১৩। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমদোন এবং স্বাক্ষর ও সীল

জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী খামার স্থাপনের আওতায় নির্বাচিত ডেইরি খামারীর সাথে চুক্তিপত্র

(নমূণা কপি)

আমরা উভয়পক্ষ (১ম পক্ষ ও ২য় পক্ষ) টেকসই ডেইরি উন্নয়নকল্পে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) এর অধীন জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী খামার স্থাপনের আওতায় সেড নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাস ও অভিঘাত নূন্যতম পর্যায়ে আনার লক্ষ্যে প্রণীত গাইডলাইনের আলোকে নিম্নোক্ত শর্তাবলী মোতাবেক সম্মত হওয়ায় অদ্য --------------------- ১৪৩০ বঙ্গাব্দ (-------------------- ২০২৩খ্রি.) তারিখে চুক্তিপত্র সম্পাদন করলাম ঃ

প্রথম (১ম) পক্ষঃ

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)-এর পক্ষে নামঃ--

পদবীঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ----------------------------

জেলাঃ-- বিভাগঃ --
-

দ্বিতীয় (২য়) পক্ষঃ

জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী খামার স্থাপনের জন্য নির্বাচিত খামারিঃ

নামঃ ----------------------------------পিতার নামঃ---------------------------মাতার নামঃ-------------------------

ঠিকানাঃ গ্রামঃ -----------------------ইউনিয়নঃ --------------------------উপজেলাঃ ----------------------------

জেলাঃ------------------------------বিভাগঃ -------------------------জাতীয় পরিচয়পত্র নংঃ----------------------

মোবাইল নংঃ----------------------------

শর্তাবলী

প্রথম পক্ষ (প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পক্ষে পিআইইউ):

১। জলবায়ু সহিঞ্চু প্রদর্শনী খামারটি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নকশা (ডিজাইন) ও গাইড লাইনের আলোকে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের তত্বাবধানে পরিচালিত হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (পিএমইউ/পিআইইউ) পরামর্শ বা অনুমোদন ব্যতিরেকে ইহার কোন পরিবর্তন কিংবা পরিবর্ধন/পরিমার্জন করা যাবে না ।

২। প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত নকশা (ডিজাইন) অনুযায়ী নির্বাচিত ঠিকাদার দ্বারা ডেইরি সেড নির্মাণ করা হবে।

৩। জলবায়ু সহিঞ্চু প্রদর্শনী খামার স্থাপনকল্পে সহায়তা হিসেবে খামারিকে (২য় পক্ষ) ৫টি গাভী (ক্ষুদ্র সেড) অথবা ১০টি গাভীর (মাঝারি সেড) জন্য সেড নির্মাণ করে দেয়া হবে।

৪। জলবায়ু সহিঞ্চু প্রদর্শনী খামার স্থাপনে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ ব্যয় সরকারী ক্রয় বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ এবং প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে।

৫। স্থাপনাসমূহ নির্মাণ শেষে ইহা সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার শর্তে ২য় পক্ষকে (খামারি) হস্তান্তর করা হবে;

৬। নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে কোন প্রকার অনাকাঙ্খিত সমস্যা ও সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ২য় পক্ষের (খামারি) সহায়তা গ্রহণ করা হবে।

৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)-এর পক্ষ থেকে জলবায়ু সহিঞ্চু খামার কার্যক্রমের প্রভাব মূল্যায়ন (Impact Assessment) করা হবে বিধায় এ ব্যাপারে খামারি প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সম্মত থাকবেন।

দ্বিতীয় পক্ষ (খামারী):

১। জলবায়ু সহিঞ্চু প্রদর্শনী খামার স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত গাইডলাইনের আলোকে ১ম পক্ষের তত্ত্বাবধানে প্রদর্শনী খামারটি পরিচালনার বিষয়ে ২য় পক্ষ সম্মত থাকবে এবং এতদবিষয়ে সকল নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করবে।

২। নির্ধারিত ডিজাইনের ভিত্তিতে ১টি ডেইরি সেড (৫টি/১০টি গরুর জন্য) স্থাপনের জন্য ২য় পক্ষ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) শতাংশ নিজস্ব জমির/জায়গার সংস্থান রাখবেন।

৩। উপকারভোগী খামারি নিজ খরচে দৃশ্যমান স্থানে নির্দিষ্ট সাইজের একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করবেন (সাইজ ৬ ফুট × ৪ ফুট সাইজের) (নমুনা সংযুক্ত)

৪। ২য় পক্ষ ঘাস চাষের জন্য পর্যাপ্ত জমির ব্যবস্থা করে নিজ খামারের জন্য ঘাস/সাইলেজ সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

৫। খামারি নিজ খরচে সাইলেজ পিট (সাইলেজ তৈরীর জন্য মান সম্পন্ন আধার) এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করবেন অথবা পূর্বে স্থাপিত নিজস্ব সাইলেজ পিট এবং বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন।

৬। প্রকল্প থেকে প্রদত্ত জলবায়ু সহিষ্ণু সেডের কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা খামারীকে (২য় পক্ষ) নিজ খরচে মেরামত কিংবা প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৭। খামারি (২য় পক্ষ) কোন কারণে খামার পরিচালনায় ব্যর্থ হলে তাকে জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী খামার স্থাপনের আওতায় প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত সমপরিমান মূল্য ফেরত দিতে হবে।

৮। জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী খামারটি কোনক্রমেই অন্য জায়গায় বিক্রয়/লিজ/হস্তান্তর করা যাবে না।

৯। এতদবিষয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হলে স্থানীয় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

১০। প্রয়োজনানুসারে খামারের তথ্যাবলী প্রকল্প দপ্তর/উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিনিধির নিকট সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন।

১১। খামারি (২য় পক্ষ) খামারের সকল ধরণের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন এবং অন্যান্য খামারীকে জলবায়ু সহিষ্ণু আদর্শ খামার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য উৎসাহ প্রদানকল্পে উন্মুক্ত রাখতে হবে। তার খামার দেখে কতজন খামারী উদ্বুদ্ধ হলো তার তালিকা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবেন।

১২। প্রকল্প দপ্তর পরিচালিত Impact Assessment এর সময় খামারী (২য় পক্ষ) চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ করবেন।

১৩। প্রাণিসম্পদ বিভাগের বিভিন্ন প্রদর্শনী, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, মাঠ দিবস উদযাপনে খামারী (২য় পক্ষ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করবেন।

১৪। খামারি (২য় পক্ষ) স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খামারের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করবেন এবং ইহা অন্যান্য খামারীগণের জানা ও শেখার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

১৫। প্রকল্প মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কার্যক্রম সমূহ অব্যাহত রাখতে হব।

১৬. প্রকল্পের নির্ধারিত বরাদ্দ সহায়তার বাইরে কিছু অত্যাবশ্যকীয় কাজ যেমন: শেডের চারিদিকে শীত ও গরম নিয়ন্ত্রনের জন্য পর্দা, নিরাপত্তা জোরদারের জন্য নেট বা বায়ুচলাচল উপযোগী গ্রীল, সোলার প্যানেল ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিরিক্ত বিনিয়োগ প্রয়োজন খামারি নিজে ব্যয়ভার বহন করবেন।

১৭. খামারিকে ৩০০ টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প ক্রয় করতে হবে এবং প্রকল্প দপ্তর প্রেরিত চুক্তিনামায় ২য় পক্ষ হিসেবে ১ম পক্ষ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্তার সাথে চুক্তিনামার যাবতীয় শর্তাদি অবগত হয়ে স্বাক্ষর করতে হবে;

জলবায়ু সহিষ্ণু শেডের সাইন বোর্ড নমুনা

জলবায়ু সহিষ্ণু প্রদর্শনী খামার

১	প্রকল্পের নাম	ঃ	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
২	ডেইরি খামারের নাম	ঃ	
৩	খামারি/কৃষকের নাম	ঃ	
৪	ঠিকানা	ঃ	গ্রামঃ-----------------------, ইউনিয়নঃ--------------------------- - উপজেলাঃ------------------, জেলাঃ--------------------------
৫	খামার শুরুর তারিখ	ঃ	

বাস্তবায়নেঃ উপজেলা প্রণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

--

সহযোগিতায়ঃ প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

১ম পক্ষের স্বাক্ষর
(প্রকল্প কর্তৃপক্ষের পক্ষে পিআইইউ)

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল

মোবাইল ঃ

স্বাক্ষী (১ম পক্ষ)

১।

২।

২য় পক্ষের স্বাক্ষর
(খামারি)

স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পিতার নাম ঃ

গ্রাম ঃ

উপজেলা ঃ

মোবাইল ঃ

স্বাক্ষী (২য় পক্ষ)

১।

২।

২৬/০২/২০২৪

Md. Abdur Rahim
Project Director (Joint Secretary)
Livestock and Dairy Development Project (LDDP)
Department of Livestock Services (DLS)

২৭।০৬।২৪

ডাঃ মোহাম্মদ রেয়াজুল হক
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।